ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩৭ বর্ষ ৭ম সংখ্যা ওয়েবসাইট : http://www.du.ac.bd (DU Barta) ৩১ আষাঢ় ১৪৩০, ১৫ জুলাই ২০২৩

পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষ্যে উপাচার্যের শুভেচ্ছা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারীসহ সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এ উপলক্ষ্যে তিনি সকলের অনাবিল সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি, সুস্থতা ও মঙ্গল কামনা করেন।

গত ২৫ জুন ২০২৩ এক শুভেচ্ছা বার্তায় উপাচার্য বলেন, ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর পবিত্র ঈদ-উল-আযহা মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব। এই উৎসব সবার মধ্যে গড়ে তোলে পারস্পরিক সৌহার্দ, ভ্রাতৃত্ববোধ, পরমতসহিষ্ণুতা ও সম্প্রীতি। ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত হয়ে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে পবিত্র ঈদ-উল-আযহা সকলের জীবন আনন্দে পরিপূর্ণ করে তুলবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, ব্যবসায়-বাণিজ্য, অর্থনীতিসহ সকল ক্ষেত্রে সাফল্য ও উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখে একটি প্রযুক্তিনির্ভর, অন্তর্ভুক্তিমূলক, মানবিক, উন্নত ও সমৃদ্ধ 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল এবং মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন দেশপ্রেমিক প্রজন্ম গড়ে তোলার লক্ষ্যে সম্মিলিতভাবে কাজ করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সদস্যসহ সংশ্লিষ্টদের প্রতি উপাচার্য আহ্বান জানান।

সিনেটের বার্ষিক অধিবেশন

দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যবোধকে ধারণ করে জাতির চাহিদা ও প্রত্যাশা পূরণে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে–উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের চেয়ারম্যান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যবোধকে ধারণ করে জাতির চাহিদা ও প্রত্যাশা পূরণে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য শিক্ষক ও গবেষকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'রূপকল্প ২০৪১' ও 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বাস্তবায়নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে নেতৃত্ব দিতে হবে। গত ২১ জুন ২০২৩ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে তিনি এ কথা বলেন।

অধিবেশনে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ৯১৩ কোটি ৮৯লাখ ৮৭হাজার টাকার রাজস্ব ব্যয় সংবলিত প্রস্তাবিত বাজেট এবং ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ৯২৪ কোটি ৫০লাখ ৩৫হাজার টাকার সংশোধিত বাজেট উপস্থাপন করা হয়। উপাচার্যের অভিভাষণের পর কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ এই বাজেট উপস্থাপন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, জাতীয় উন্নয়নে সরকারের স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষা, গবেষণা, প্রযুক্তি উদ্ভাবন, প্রশাসনিক দক্ষতা, পরিবেশ-প্রকৃতি, সময়োপযোগী কারিকুলাম প্রণয়ন, আদর্শ মানব সম্পদ তৈরিসহ সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

খেলোয়াড় কোটায় আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে শিক্ষার্থী ভর্তি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে খেলোয়াড় কোটায় শিক্ষার্থী ভর্তির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে খেলাধুলার মানোন্নয়ন, মানসম্মত খেলোয়াড় তৈরি এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য দক্ষ ক্রীড়াবিদ তৈরির লক্ষ্যে খেলোয়াড় কোটায় শিক্ষার্থীদের ভর্তি করা হবে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে গত ৪ জুলাই ২০২৩ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সাধারণ ভর্তি কমিটির সভায় এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, রেজিস্ট্রার, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভর্তিচ্ছু প্রার্থীদের গত ৫ জুলাই ২০২৩ থেকে ২৪ জুলাই ২০২৩-এর মধ্যে প্রয়োজনীয় সনদপত্রসহ সাদা কাগজে সংশ্লিষ্ট ভর্তি পরীক্ষার ইউনিট প্রধান বরাবর আবেদন করতে হবে। একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে প্রার্থীদের সরাসরি মৌখিক ও ব্যাবহারিক পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে ভর্তির সুপারিশ করা হয়।

ভর্তিচ্ছু প্রার্থীদের জাতীয় দলের বর্তমান খেলোয়াড় হতে হবে। এছাড়াও, প্রার্থীদের বিগত তিন বছরের মধ্যে জাতীয় দল, জাতীয় 'এ' দল (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া সম্পর্ক আরও জোরদারের মাধ্যমে দেশের চামড়া খাতের উন্নয়ন ঘটাতে হবে- উপাচার্য

The Asia Foundation
Dissemination Seminar on
ILET's Research and Development (R&D) Innovations for the Leather Tanning Process and Solid Waste Management

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাকে যৌক্তিক পরিণতিতে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, শিল্প মালিকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া সম্পর্ক আরও জোরদারের মাধ্যমে সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করলে দেশের চামড়া খাতকে অনন্য উচ্চতায় নেয়া সম্ভব হবে। গত ৬ জুলাই ২০২৩ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে 'ILET's research and development (R & D) innovations for the leather tanning process and solid waste management' শীর্ষক দিনব্যাপী এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট এবং দি এশিয়া ফাউন্ডেশন যৌথভাবে এই সেমিনার আয়োজন করে।

সেমিনারে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মো. মাহবুবুর রহমান এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মো. নুরুজ্জামান, এনডিসি বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মিজানুর রহমান মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। দি এশিয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ কাজী ফয়সাল বিন সিরাজ স্বাগত বক্তব্য দেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউটের একদল গবেষক পরিবেশবান্ধব উপায়ে চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণের এক নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন। এই প্রযুক্তিতে রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার ৩০ ভাগ কমিয়ে স্বল্প খরচে উদ্ভাবিত এনজাইম ব্যবহার করে প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে অধিকতর গুণগত মান সম্পন্ন ফিনিশড লেদার উৎপাদন করা সম্ভব। এছাড়া, উদ্ভাবিত এই এনজাইম ব্যবহার করে আনট্যানড কঠিন বর্জ্য থেকে কম খরচে পরিবেশবান্ধব উপায়ে বায়োডিজেল এবং জৈব সার প্রস্তুত করা যায়। যা দেশের নবায়নযোগ্য শক্তির অন্যতম উৎস হতে পারে। উপাচার্য এই উদ্ভাবনের বাণিজ্যিকীকরণের উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, এক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক জটিলতাগুলো দূর করতে হবে। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং টেকসই (৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

DUBDLMS সফটওয়্যার উদ্বোধন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ১৪ জুন ২০২৩ অধ্যাপক আবদুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে 'DUBDLMS' শীর্ষক একটি 'লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' সফটওয়্যার উদ্বোধন করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইসিটি সেল-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আসিফ হোসেন খানের নেতৃত্বে এই 'লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ক্লাস, (৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

উৎসবমুখর পরিবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদ্‌যাপন

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিশ্ববিদ্যালয়
১ জুলাই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস
প্রতিষ্ঠার ১০২ বছর

উৎসবমুখর পরিবেশে গত ১ জুলাই ২০২৩ শনিবার ১০৩তম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে। ১৯২১ সালের এই দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হলো 'স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিশ্ববিদ্যালয়'। দিবসটি উপলক্ষ্যে ক্যাম্পাসে দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিল পতাকা উত্তোলন, পায়রা উড়ানো, বেলুন উড্ডয়ন, কেক কাটা, থিম সং পরিবেশন, শোভাযাত্রা এবং আলোচনা সভা।

সকাল ১০টায় টিএসসি'র পায়রা চত্বরে জাতীয় সংগীত পরিবেশন, (৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

বঙ্গবন্ধু বক্তৃতামালা-২২ অনুষ্ঠিত

বঙ্গবন্ধু বক্তৃতামালা-২২
বঙ্গবন্ধুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভাবনাঃ জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি ও উদ্ভাবনী বাংলাদেশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর পিস এন্ড লিবার্টি'-এর উদ্যোগে গত ১০ জুলাই ২০২৩ বিশ্ববিদ্যালয়ের আর.সি. মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে 'বঙ্গবন্ধু বক্তৃতামালা-২২' অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর পিস এন্ড লিবার্টি'র পরিচালক অধ্যাপক ড. ফকরুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোবটিক্স এন্ড মেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. লাফিফা জামাল 'বঙ্গবন্ধুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভাবনাঃ জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি ও উদ্ভাবনী বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। প্রবন্ধের উপর আলোচনা করেন বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)-এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আফতাব আলী শেখ। ইনস্টিটিউটের রিসার্চ ফেলো তৌহিদুল হাসান নিটোল অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি (৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঢাবি'র বিভিন্ন প্রবেশদ্বারে 'সিকিউরিটি এন্ড সার্ভিলেন্স বক্স' উদ্বোধন

সিকিউরিটি এন্ড সার্ভিলেন্স বক্স
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বিভিন্ন প্রবেশদ্বারে ৫টি 'সিকিউরিটি এন্ড সার্ভিলেন্স বক্স' স্থাপন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ১৬ জুন ২০২৩ পলাশী মোড়ে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এসব 'সিকিউরিটি এন্ড সার্ভিলেন্স বক্স'-এর উদ্বোধন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এই বক্স উদ্বোধন করে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক নিরাপত্তা জোরদার ও নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন প্রবেশপথে এই 'সিকিউরিটি এন্ড সার্ভিলেন্স বক্স' স্থাপন করা হয়েছে। তিনি ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন। এসব সিকিউরিটি বক্সে দায়িত্ব পালনকারীরা আন্তঃসমন্বয় করে ক্যাম্পাসের যানবাহন নিয়ন্ত্রণ এবং অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা রোধে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে বলে উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. মো. মাকসুদুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

'বাজেট ২০২৩-২৪ : শিক্ষা ও কর্মসংস্থান' শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টার অন বাজেট এন্ড পলিসি'র উদ্যোগে 'বাজেট ২০২৩-২৪ : শিক্ষা ও কর্মসংস্থান' শীর্ষক এক আলোচনা সভা গত ১৫ জুন ২০২৩ অধ্যাপক মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে পরিকল্পনামন্ত্রী এম.এ. মান্নান, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে. চৌধুরী , ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. জিয়া রহমান, উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর এবং এটুআই-এর প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ড. দেওয়ান এম হুমায়ুন কবির বক্তব্য রাখেন। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সেন্টার অন বাজেট এন্ড পলিসি-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. এম. আবু ইউসুফ।

পরিকল্পনামন্ত্রী এম.এ. মান্নান জাতীয় বাজেটে বিদ্যুৎ, অবকাঠামো, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন খাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ দেয়ার পাশাপাশি শিক্ষা খাতে আরও বেশি বরাদ্দ দেয়ার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, জাতীয় বাজেট তৈরির ক্ষেত্রে শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে তরুণ প্রজন্মকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। দারিদ্র ও বৈষম্য মুক্ত, ন্যায়ভিত্তিক, মানবিক ও উন্নত সমাজ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখার জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান শিক্ষা ও কর্মসংস্থান একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত উল্লেখ করে বলেন, শিক্ষার গুণগত মান ও প্রায়োগিক ক্ষেত্র বৃদ্ধি করা গেলে দক্ষ গ্র্যাজুয়েট তৈরি করা যাবে এবং নতুন কর্মসংস্থানও সৃষ্টি হবে। নতুন নতুন গবেষণা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নকে আরও এগিয়ে নিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। এজন্য জাতীয় বাজেটে শিক্ষা ও গবেষণা খাতে বরাদ্দ আরও বৃদ্ধি করার উপর উপাচার্য গুরুত্বারোপ করেন।

খেলোয়াড় কোটায়

(১ম পৃষ্ঠার পর) এবং বয়সভিত্তিক অনুর্ধ্ব ২৩/২০/১৯/১৭/১৬ দলের সদস্য হয়ে জাতীয়/আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং এ্যাথলেটিক্স, ব্যাডমিন্টন, টেবিল-টেনিস, সাঁতার, টেনিস, দাবা, ক্যারমসহ বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় জাতীয় র‌্যাংকিং অনুযায়ী ১ থেকে ৫ এর মধ্যে থাকা প্রার্থীরাও ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। আবেদনের শেষ তারিখে ভর্তিচ্ছু প্রার্থীদের বয়স অনুর্ধ্ব ২৩ বছর হতে হবে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংশ্লিষ্ট ইউনিট ভিত্তিক ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে।

ভর্তিচ্ছু প্রার্থীদের ভর্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যের জন্য 'কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিট'-এর ক্ষেত্রে কলা অনুষদের ডিন অফিস, 'বিজ্ঞান ইউনিট'-এর ক্ষেত্রে আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অফিস, 'ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিট'-এর ক্ষেত্রে বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অফিস এবং 'চারুকলা ইউনিট'-এর ক্ষেত্রে চারুকলা অনুষদের ডিন অফিসে যোগাযোগ করতে হবে। এছাড়া, ভর্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট https://admission.eis.du.ac.bd-এ পাওয়া যাবে।

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় দাবা ও ক্যারম প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন ঢাবি

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় দাবা ও ক্যারম প্রতিযোগিতায় ছাত্র-ছাত্রী উভয় গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। দাবা প্রতিযোগিতায় রানার্স-আপ হয়েছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়া, আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্যারম প্রতিযোগিতায় ছাত্র গ্রুপে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় এবং ছাত্রী গ্রুপে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রানার্স-আপ হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ গত ১৪ জুন ২০২৩ বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমনেশিয়ামে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দাবা ও ক্যারম কমিটির সভাপতি ড. মো. ইফতেখারুল আমিনের সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. অসীম সরকার এবং কেন্দ্রের পরিচালক মো. শাহজাহান আলী বক্তব্য রাখেন।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ পুরস্কার প্রাপ্তদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, দাবা ও ক্যারম বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের সহনশীল করে গড়ে তোলে।

উল্লেখ্য, ৩-দিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতায় ১০টি বিশ্ববিদ্যালয় অংশগ্রহণ করে।

দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যবোধকে ধারণ করে জাতির চাহিদা

(১ম পৃষ্ঠার পর) আমাদের নিরন্তর কাজ করতে হবে। বিশেষ সমাবর্তন আয়োজনের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে Doctor of Laws (Honouris Cause) প্রদান, গবেষণা ও উদ্ভাবনের জন্য Endowment Fund গঠন এবং শিক্ষার্থীদের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটানো বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এখন খুবই অত্যাবশ্যকীয় কাজ উল্লেখ করে তিনি এক্ষেত্রে সকলের সহযোগিতা চান।

উপাচার্য বলেন, বঙ্গবন্ধুর শান্তি ও মুক্তির দর্শন প্রচারের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য Bangabandhu Sheikh Mujib Research Institute for Peace and Liberty-এর উদ্যোগে প্রথমবারের মতো 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্বর্ণপদক' প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। জেন্ডার সমতা, ন্যায়বিচার, নারীর ক্ষমতায়ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে 'বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা সেন্টার ফর জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেশের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, গবেষণা ও উদ্ভাবনকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ন্যানোটেকনোলজি সেন্টার' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে শেখ কামাল-সুলতানা কামাল ট্রাস্ট ফান্ডসহ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৯০টি ট্রাস্ট ফান্ড রয়েছে। এসব ট্রাস্ট ফান্ডের অধীনে প্রতিবছর প্রায় সাড়ে ৩ হাজার শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের নিয়োগযোগ্য করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে Student Promotion and Support Unit (SPSU) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যৌথভাবে বিভিন্ন ভ্যাকসিন তৈরির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চতর বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র এবং যুক্তরাষ্ট্র ও স্থানীয় একটি বায়োটেক কোম্পানি অংশীদারিত্ব ও সহযোগিতামূলক গবেষণা কার্যক্রম শুরু করেছে। গবেষণার মাধ্যমে ইতোমধ্যে DuBd-Vac নামে একটি বায়োসিমিলার কোভিড ভ্যাকসিন তৈরি করা হয়েছে এবং ইঁদুরের দেহে এর কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি মানসম্পন্ন ভ্যাকসিন গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সরকারের সহায়তা কামনা করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যমান নানামুখী চ্যালেঞ্জের সময়োপযোগী সমাধানের জন্য সমন্বিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রণীত মাস্টারপ্ল্যানের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন ঘটলে শিক্ষার্থীদের জীবনমানে ব্যাপক পরিবর্তন আসবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার সামগ্রিক গুণগত মান উন্নয়ন, শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা অর্জন এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের র‌্যাংকিং উন্নত করার লক্ষ্যে 'টিচিং ইভ্যালুয়েশন' সিস্টেম চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। এ মুহূর্তে ১৬১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সক্রিয় সমঝোতা চুক্তি রয়েছে। উপাচার্য বলেন, শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বাধিক যোগ্য প্রার্থীকে নির্বাচন করতে শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতির নীতিমালা যুগোপযোগী করা হয়েছে। এ নীতিমালায় উচ্চতর পদে নিয়োগ ও পদোন্নতি পেতে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি ও প্রকাশনার শর্ত বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রকাশনা ও গবেষণার মৌলিকত্ব এবং স্বচ্ছতা ও নৈতিকতার উন্নয়নে 'প্ল্যাজিয়ারিজম পলিসি' সিন্ডিকেটে অনুমোদিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কার্যক্রম সমন্বয়নের জন্য Dhaka University Research Co-ordination & Monitoring Cell (DURCMC) গঠন করা হয়েছে। ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া সম্পর্ক স্থাপন এবং প্রকাশনা, গবেষণা ও উদ্ভাবন কার্যক্রম জোরদার করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এলক্ষ্যে গতবছর প্রথমবারের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'দিনব্যাপী 'গবেষণা-প্রকাশনা মেলা' অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদ্‌যাপনকে কেন্দ্র করে 'সেন্টিনিয়াল রিসার্চ গ্রান্টস্'-এর আওতায় ২৫১টি গবেষণা প্রকল্পে অর্থায়ন করা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

অধিবেশনে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ ও প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বক্তব্য রাখেন। উপাচার্যের অভিভাষণ ও কোষাধ্যক্ষের বাজেট বক্তৃতার উপর সিনেট সদস্যগণ আলোচনায় অংশ নেন।

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় দাবা ও ক্যারম প্রতিযোগিতা

সকল ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে ঢাবি শিক্ষার্থীদের পারদর্শী করে গড়ে তোলা হবে-উপাচার্য

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেছেন, স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নেতৃত্ব দিতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা, ক্রীড়া, সংস্কৃতিসহ সকল বিষয়ে পারদর্শী করে গড়ে তোলা হবে। এক্ষেত্রে সকল সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য তিনি সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান। গত ১২ জুন ২০২৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমনেসিয়ামে 'আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় দাবা ও ক্যারম প্রতিযোগিতা-২০২৩'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দাবা ও ক্যারম কমিটির সভাপতি ড. মো. ইফতেখারুল আমিনের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. অসীম সরকার এবং কেন্দ্রের পরিচালক মো. শাহজাহান আলী বক্তব্য রাখেন। এসময় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কমকর্তা এবং বিপুল সংখ্যক প্রতিযোগী উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি ও সমাজ বিনির্মাণে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের দক্ষতার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে হবে। পড়াশোনার পাশাপাশি ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক চর্চার মতো সহশিক্ষা কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখার পাশাপাশি তাদেরকে উদার, মানবিক ও অসাম্প্রদায়িক দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অধ্যাপক ড. কুলসুম আবুল বাশার মজুমদার-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. কুলসুম আবুল বাশার মজুমদার-এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ২৯ জুন ২০২৩ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক ড. কুলসুম আবুল বাশার মজুমদার ছিলেন অত্যন্ত সৎ, বিনয়ী ও সজ্জন একজন খ্যাতিমান শিক্ষক ও গবেষক। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী, দেশপ্রেমিক, অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন এই গুণী শিক্ষক ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন পদে অত্যন্ত সততা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় এই নীতিবান শিক্ষক উপমহাদেশের ফারসি ভাষা শিক্ষা ও গবেষণায় অনন্য অবদান রেখেছেন। উর্দু ভাষায়ও তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও দক্ষতা ছিল। তাঁর মৃত্যুতে ফারসি ভাষা শিক্ষা ও প্রসারের ক্ষেত্রে এক অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে বলে উপাচার্য উল্লেখ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মরহুমার রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. কুলসুম আবুল বাশার মজুমদার গত ২৮ জুন ২০২৩ বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার নিজ বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর।

অধ্যাপক ড. রওশন জাহান-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

মনোবিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. রওশন জাহান-এর মৃত্যুতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ৫ জুলাই ২০২৩ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক ড. রওশন জাহান ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন খ্যাতিমান শিক্ষক, গবেষক ও মনোবিজ্ঞানী। উদার ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন এই গুণী শিক্ষক মনোবিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষার প্রসার ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক গবেষণায় অনন্য অবদান রেখে গেছেন। তিনি বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মরহুমার রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. রওশন জাহান গত ৪ জুলাই ২০২৩ দিবাগত রাতে বনানীর নিজ বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর।

উপাচার্যের সাথে অস্ট্রেলিয়ার অধ্যাপকদ্বয়ের সাক্ষাৎ

অস্ট্রেলিয়ার সেন্ট্রাল কুইন্সল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ওলাভ মুরলিংক এবং অধ্যাপক ড. কামরুল আলম গত ২৫ জুন ২০২৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সাথে তাঁর বাসভবনস্থ কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সেন্ট্রাল কুইন্সল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চলমান যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও জোরদার করার ব্যাপারে আলোচনা করেন। এছাড়া, উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থী বিনিময় অব্যাহত রাখতে উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বিদ্যমান সমঝোতা স্মারক নবায়ন করার ব্যাপারে তাঁরা ঐকমত্য পোষণ করেন। উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে 'অফশোর পিএইচডি প্রোগ্রাম' চালুর ব্যাপারেও তাঁরা ফলপ্রসূ আলোচনা করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশের জন্য অধ্যাপক ড. ওলাভ মুরলিংক এবং অধ্যাপক ড. কামরুল আলমকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

উৎসবমুখর পরিবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদ্‌যাপন

(১ম পৃষ্ঠার পর) জাতীয় পতাকা এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও হলসমূহের পতাকা উত্তোলন, পায়রা উড়ানো, বেলুন উড্ডয়ন, থিম সং পরিবেশন এবং কেক কাটার মধ্য দিয়ে দিবসটির কর্মসূচি শুরু হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের বিভিন্ন কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এর আগে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও অ্যালামনাইবৃন্দের অংশগ্রহণে স্মৃতি চিরন্তন চত্বর থেকে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দেন।

সকাল সাড়ে ১০টায় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে 'স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিশ্ববিদ্যালয়' শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সভায় সভাপতিত্ব করেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. জিনাত হুদা, অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব সুভাষ সিংহ রায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক তানভীর হাসান সৈকতসহ অফিসার্স এসোসিয়েশন, তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারী সমিতি, কারিগরি কর্মচারী সমিতি এবং ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, সকলকে প্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় দিবসে তিনি প্রতিকূল ও বৈরী পরিবেশে কাজ করার মতো দক্ষতাসম্পন্ন মানবসম্পদ ও স্মার্ট গ্র্যাজুয়েট তৈরির ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধ এবং জ্ঞানভিত্তিক, তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর মানবিক, অসাম্প্রদায়িক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করতে হবে। স্মার্ট গ্র্যাজুয়েট তৈরিতে পঠন-পাঠন পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনার উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতোমধ্যে 'DuBd-Vac' নামে একটি বায়োসিমিলার কোভিড ভ্যাকসিন তৈরি করা হয়েছে। বিভিন্ন ভ্যাকসিন উৎপাদন এবং এসংক্রান্ত উন্নত গবেষণার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অত্যাধুনিক ভ্যাকসিন গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সরকারের সহায়তা কামনা করেন।

মূল প্রবন্ধে প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে মাধ্যমিক পর্যায় থেকেই বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও প্রকৌশল শিক্ষাকে আরও মজবুত ও প্রসারিত করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষতাসম্পন্ন মানবসম্পদ তৈরি করতে পারলে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়া সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে সামাজিক ট্রান্সফরমেশন দরকার। জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় গবেষণা খাতে অর্থ বরাদ্দ বাড়ানোর উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া সম্পর্ক

(১ম পৃষ্ঠার পর) উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এই উদ্ভাবন ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। গবেষণায় অর্থায়ন করার জন্য উপাচার্য শিল্প মালিকদের প্রতি আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউটের উদ্ভাবিত পদ্ধতিটি ইতোমধ্যে প্রগতি ট্যানারিতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কেলেও সফলভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। উদ্ভাবিত প্রযুক্তিটি বর্তমানে শিল্প মন্ত্রণালয়ের পেটেন্ট, ডিজাইন এবং ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরে পেটেন্ট অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বাণিজ্যিকভাবে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা গেলে পরিবেশবান্ধব উপায়ে চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ, ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার হ্রাস এবং সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা সম্ভব হবে। ফলে বাংলাদেশের ট্যানারিগুলো আন্তর্জাতিক পরিবেশগত কমপ্লায়েন্স সনদ লাভে সক্ষম হবে এবং দেশের চামড়া শিল্প খাত থেকে রপ্তানি আয় বাড়বে।

বঙ্গবন্ধু বক্তৃতামালা-২২ অনুষ্ঠিত

(১ম পৃষ্ঠার পর) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অমর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন বিজ্ঞানমনস্ক ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন একজন মহান ব্যক্তি। বিজ্ঞান শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার পর দেশ পুনর্গঠনের সময় বিভিন্ন আইন ও অ্যাক্ট প্রণয়ন করেছিলেন। দুর্যোগ মোকাবেলায় আগাম সতর্ক বার্তা প্রেরণে বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপন এবং পরমাণু শক্তি কমিশন গঠন ও পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণসহ বিভিন্ন যুগান্তকারী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্বনির্ভর বাংলাদেশের যে ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন তার উপর দাঁড়িয়ে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উন্নয়ন ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে আজ এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। তথ্য-প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ ও জ্ঞানভিত্তিক উন্নত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর প্রয়াসকে সফল করতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

মূল প্রবন্ধে অধ্যাপক ড. লাফিফা জামাল বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্র বিনির্মাণ ও এর উন্নয়নে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিজ্ঞান ভাবনা ও দর্শনের বিভিন্ন দিক আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, তথ্য-প্রযুক্তির উন্নয়ন ও বিজ্ঞান শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু জ্ঞানভিত্তিক উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ার বিভিন্ন সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

DUBDLMS সফটওয়্যার উদ্বোধন

(১ম পৃষ্ঠার পর) কোর্সসমূহ এবং পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা অটোমেশনের আওতায় আনা সম্ভব হবে। এই সফটওয়্যার দিয়ে শিক্ষার্থীদের উত্তরপত্র মূল্যায়ণ করে দ্রুতসময়ে ফলাফল প্রকাশ করাও যাবে।

অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ এবং বিভিন্ন অনুষদের ডিন, শিক্ষক ও কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এই সফটওয়্যার তৈরি করায় আইসিটি সেলের পরিচালকসহ সংশ্লিষ্টদের আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, যেকোন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম যাতে বাধাগ্রস্থ না হয় সেজন্যই এই উদ্ভাবন। এই সফটওয়্যারে প্রবেশ করে শ্রেণি কার্যক্রম, ক্লাসে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি, কোর্সসমূহ পরিচালনা, পরীক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত বিধিবিধান অনুযায়ী সরাসরি নম্বর প্রদান এবং দ্রুত সময়ের মধ্যে ফলাফল প্রকাশ করা যাবে। এই সফটওয়্যারে তথ্যসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের এই সফটওয়্যার ব্যবহারের সুবিধার্থে কর্মশালা ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে। এর মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে এবং শিক্ষার গুণগত মান আরও বৃদ্ধি পাবে বলে উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ডেনমার্কের কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে গত ১৫ জুন ২০২৩ এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ এবং কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক হেল্‌থ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক থিস ল্যাঞ্জ নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। এসময় জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এ কে এম মাহবুব হাসান, অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. আনোয়ারা বেগম, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. তাসনিম আরেফা সিদ্দিকী এবং কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. পিটার জেনসেন উপস্থিত ছিলেন।

সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয় জনস্বাস্থ্য, জলবায়ু পরিবর্তন, অভিবাসনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যৌথভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এছাড়া, উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা দু'বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ তত্ত্বাবধানে পিএইচডি ডিগ্রিসহ বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ পাবেন।

'এডিএন' বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের উদ্বোধন

Avoidable Deaths Network (ADN)
Bangladesh Chapter
Chief Gu
Md. Enamur Rahman, MP
Speci
Chair

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবহাওয়া বিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে গত ১৮ জুন ২০২৩ শিক্ষক, গবেষক ও বিশেষজ্ঞদের আন্তর্জাতিক প্লাটফর্ম 'Avoidable Deaths Network (ADN)'-এর বাংলাদেশ চ্যাপ্টার উদ্বোধন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক এম এ লতিফ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. এনামুর রহমান, এমপি প্রধান অতিথি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

আবহাওয়া বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারপার্সন ড. ফাতিমা আক্তারের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কিউ এম মাহবুব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. জিল্লুর রহমান, জাপানের কানসাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ও এডিএন-এর কো-ফাউন্ডার ড. হিদেয়ুকি শিরোশিতা এবং যুক্তরাজ্যের লেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ও এডিএন-এর কো-ফাউন্ডার ড. নিবেদিতা রে-বেননেট বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার প্রতিনিধিগণ প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. এনামুর রহমান বলেন, বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে সাধারণ মানুষের প্রাণহানির সাথে অনেকসময় দক্ষ ও অভিজ্ঞ লোকেরও প্রাণহানি ঘটে, ফলে দেশের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। সাইক্লোন শেল্টার ও বাঁধ নির্মাণ, জনসচেতনতা তৈরি, দ্রুত উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনাসহ বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সংঘটিত জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় এবং প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি রোধে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন সংস্থা, উদ্ধারকর্মী ও জনসাধারণকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের ভূঁয়সী প্রশংসা করে বলেন, যথাযথ প্রস্তুতি ও জনসচেতনতা তৈরির মাধ্যমে দুর্যোগের সময় জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, রোগ-ব্যাধির কারণে সৃষ্ট অনাকাঙ্ক্ষিত ও অকাল মৃত্যু প্রতিরোধ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় বাংলাদেশ এখন বিশ্বে রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। বেশিরভাগ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানবসৃষ্ট উল্লেখ করে তিনি বলেন, এসব দুর্যোগ মোকাবিলায় পরিবেশ ও প্রকৃতি সংরক্ষণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

উল্লেখ্য, নিম্ন আয় ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগের সময় পরিহারযোগ্য মৃত্যু কমিয়ে আনার জন্য যৌথভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ও পরামর্শ প্রদান করার লক্ষ্যে শিক্ষক, গবেষক ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে যুক্তরাজ্যের লেইসেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাপানের কানসাই বিশ্ববিদ্যালয় এই আন্তর্জাতিক প্লাটফর্ম 'Avoidable Deaths Network (ADN)' তৈরি করে।

রোকেয়া বিতর্ক উৎসবে এ এফ রহমান হল চ্যাম্পিয়ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোকেয়া হল বিতর্ক ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত দু'দিনব্যাপী '৫ম রোকেয়া বিতর্ক উৎসব'-এ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার এ এফ রহমান হল বিতর্ক ক্লাব চ্যাম্পিয়ন এবং বিজয় একাত্তর হল বিতর্ক ক্লাব রানার্স-আপ হয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ বক্তা হয়েছেন স্যার এ এফ রহমান হলের অর্থনীতি বিভাগের ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থী মবিন মজুমদার। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ৮ জুলাই ২০২৩ রোকেয়া হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই উৎসবের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

রোকেয়া হল বিতর্ক ক্লাবের সভাপতি অর্পিতা গোলদারের সভাপতিত্বে সমাপনী অনুষ্ঠানে হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. জিনাত হুদা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. এম অহিদুজ্জামান, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড একচেঞ্জ কমিশনের কমিশনার ড. রুমানা ইসলাম, হল ডিবেটিং ক্লাবের মডারেটর সামশাদ নওরীন এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটির সভাপতি মো. মাহবুবুর রহমান মাসুম ও সাধারণ সম্পাদক ফুয়াদ হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। হল ডিবেটিং ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আরজু আফরিন ক্যাথি অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বিতর্কে অংশগ্রহণকারী সকল দলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, বিতর্ক চর্চার মাধ্যমে সমাজে বিভিন্ন অপসংস্কৃতির পরিসমাপ্তি এবং নৈতিকতার বিকাশ ঘটাতে হবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে নীতিনির্ধারণী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণ এবং নারী উন্নয়নে বাংলাদেশের অবস্থান এখন অনেক উপরে। প্রধানমন্ত্রীসহ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গর্বিত নারী শিক্ষার্থীদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নারীসমাজ আরও এগিয়ে যাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উপাচার্য শিক্ষার্থীদের মানবিক, দক্ষ ও স্মার্ট নাগরিক হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহশিক্ষা কার্যক্রম অনুশীলনের উপর গুরুত্বারোপ করে আরও বলেন, এক্ষেত্রে গুণগতমান বজায় রেখে প্রতিটি কাজ করতে হবে। পড়াশোনার পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রমকে আরও বেগবান করতে উপাচার্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

এবারের উৎসবে ৩২ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতর্ক ক্লাব অংশ নেয়।

ঢাবি'র সঙ্গে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদের অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগ এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড্রইং এন্ড পেইন্টিং বিভাগ এবং ঢাবি'র প্রিন্টমেকিং বিভাগ ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিন্টমেকিং বিভাগের মধ্যে গত ২১ জুন ২০২৩ পৃথক দুটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক অমিত রায় চৌধুরী নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক নিসার হোসেন এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. নিহার রঞ্জন সিংহসহ উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ যৌথভাবে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা, সম্মেলন ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করবে। এছাড়া, উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক ও গবেষক বিনিময় করা হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ১২ জুন ২০২৩ রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের করিডোরে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ভাষা শহীদ আবুল বরকতের ম্যুরাল উদ্বোধন করেন।

দু'টি নতুন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'আয়েশা-আমিরুল ট্রাস্ট ফান্ড' এবং 'শহীদ শরাফত-মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ট্রাস্ট ফান্ড' শীর্ষক পৃথক দু'টি ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ট্রাস্ট ফান্ড গঠন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

'আয়েশা-আমিরুল ট্রাস্ট ফান্ড' গঠনের লক্ষ্যে অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র সচিব কাজী রওশন আক্তার ১০ লাখ টাকার একটি চেক এবং 'শহীদ শরাফত-মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ট্রাস্ট ফান্ড' গঠনের লক্ষ্যে শহীদ শরাফত আলী এবং মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ'র ভাই মো. আবু তাহের ১৫লাখ টাকার একটি চেক গত ১৯ জুন ২০২৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ-এর কাছে হস্তান্তর করেন।

উপাচার্য দফতরে আয়োজিত পৃথক দু'টি চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আব্দুস ছামাদ, জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এ কে এম মাহবুব হাসান, রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকারসহ বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারপার্সন এবং দাতা পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

"আয়েশা-আমিরুল ট্রাস্ট ফান্ড"-এর আয় থেকে প্রতি বছর জীববিজ্ঞান অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগের কয়েকজন অসচ্ছল শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হবে।

এছাড়া, 'শহীদ শরাফত-মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ট্রাস্ট ফান্ড'-এর আয় থেকে প্রতি বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত বিভাগ, ফলিত গণিত বিভাগ ও পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউটের কয়েকজন অসচ্ছল শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করায় দাতাদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের অসচ্ছল শিক্ষার্থীরা অত্যন্ত উপকৃত হবে। এই উদ্যোগ অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠন এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থী এবং অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র সচিব কাজী রওশন আক্তার তার পিতামাতার স্মৃতি রক্ষার্থে 'আয়েশা-আমিরুল ট্রাস্ট ফান্ড' গঠন করেন।

এছাড়া, "শহীদ শরাফত-মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ট্রাস্ট ফান্ড" প্রতিষ্ঠার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন শিক্ষক যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী ড. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ অর্থ প্রদান করেছেন। ড. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ'র বড় ভাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষক শহীদ শরাফত আলী ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ বর্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গুলিতে নির্মমভাবে নিহত হন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট
প্রতিনিধি নির্বাচনোত্তর
পুনর্মিলনী ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠান
গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদ থেকে নির্বাচিত রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধিদের নির্বাচনোত্তর পুনর্মিলনী গত ১৬ জুন ২০২৩ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট চেয়ারম্যান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঢাবি এবং চার্টার্ড লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির মধ্যে বীমা চুক্তি নবায়ন

Chartered Life

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চার্টার্ড লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের মধ্যে বিদ্যমান গ্রুপ স্বাস্থ্য বীমা চুক্তি গত ৬ জুলাই ২০২৩ নবায়ন করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ এবং চার্টার্ড লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম জিয়াউল হক নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নবায়নকৃত এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

কোষাধ্যক্ষ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও চার্টার্ড লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চুক্তির আওতায় চার্টার্ড লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড পূর্বের ন্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের আগামী ২ বছরের জন্য স্বাস্থ্য বীমা সুবিধাসমূহ প্রদান করবে।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম তাসমিন, মো: আবু বকর সিদ্দিক ও শুভাশীষ রঞ্জন সরকার, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও শারমিন আক্তার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে মুদ্রিত। ফোন: ৫৫১৬৭৭১৯, ৯৬১৯০০-৫৯/৪১০০, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫